শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

# বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

২নং অরফ্যানেজ রোড, বখশি বাজার, ঢাকা-১২১১
Website: www.bmeb.gov.bd, E-mail: info@bmeb.gov.bd, Fax: 58616681, 58617908, 9615576

MC-18443

বামাশিবো/সংস্থাপন/ আপিল নথি নং-১৭/ তারিখঃ ০৯ /০৮/২০১৭খ্রিঃ।

বিষয়ঃ **রিট পিটিশন নং-১০৪১৪/২০১৬ এ ২২/০৮/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে প্রদত্ত আদেশ অনুযায়ী কুমিল্লা জেলার নাঙ্গলকোট উপজেলাধীন দাসনাইপাড়া ইসলামিয়া মহিলা দাখিল মাদরাসার সাময়িক বরখাস্তকৃত সুপার জনাব মোঃ আবু ইউসুফ খান এর ১৩/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখের চূড়ান্ত বরখাস্ত আদেশ বাতিল ও স্ব পদে পূণর্বহাল সংক্রান্ত দরখাস্ত নিস্পত্তি প্রসঙ্গে।**

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, কুমিল্লা জেলার নাঙ্গলকোট উপজেলাধীন দাসনাইপাড়া ইসলামিয়া মহিলা দাখিল মাদরাসার সাময়িক বরখাস্তকৃত সুপার জনাব মোঃ আবু ইউসুফ খান এর ১৩/০৭/২০১৬খ্রিঃ তারিখের দরখাস্ত নিস্পত্তির লক্ষ্যে সভাপতি, ভারপ্রাপ্ত সুপার ও সাময়িক বরখাস্তকৃত সুপার আবু ইউসুফ খানসহ সকলকে স্ব-স্ব দাবীর সমর্থনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ বোর্ডে সশরীরে উপস্থিত হওয়ার জন্য নং-বামাশিবো/সংস্থাপন/৪১৬/৪ তারিখঃ ১৯/০৪/২০১৭খ্রিঃ স্মারকে পত্র দেয়া হয়। কিন্তু উক্ত তারিখে সাময়িক বরখাস্তকৃত সুপার ব্যতিত কেউ উপস্থিত হন নাই। ১৯/০৪/২০১৭খ্রিঃ তারিখে স্ব-শরীরে বোর্ডে উপস্থিত না থাকার কারণে সভাপতি ও ভারপ্রাপ্ত সুপারকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়। উক্ত কারণ দর্শানোর নোটিশের প্রেক্ষিতে ভারপ্রাপ্ত সুপার অসুস্থ থাকায় উপস্থিত হতে পারেননি মর্মে পুনরায় শুনানীর জন্য দিন ধার্য্যের আবেদন করেন।

উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে পুনরায় স্মারক নং-বামাশিবো/সংস্থাপন/৪১৮/৪ তারিখঃ ১০/০৭/২০১৭খ্রিঃ এ পত্রের মাধ্যমে ১৮/০৭/২০১৭খ্রিঃ তারিখে ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি, ভারপ্রাপ্ত সুপার ও জনাব মোঃ ইউসুফ খান (সাময়িক বরখাস্তকৃত সুপার) কে শুনানীর জন্য অত্র বোর্ডে উপস্থিত থাকার জন্য পত্র দেয়া হয়। উল্লেখিত ১৮/০৭/২০১৭খ্রিঃ তারিখে উক্ত মাদরাসার ভারপ্রাপ্ত সুপার জনাব মোঃ ইকরামুল হক মজুমদার ও জনাব মোঃ ইউসুফ খান (সাময়িক বরখাস্তকৃত সুপার) উপস্থিত হয়ে তাঁদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। উল্লেখ্য যে শুনানীকালে সভাপতি অনুপস্থিত ছিলেন।

ভারপ্রাপ্ত সুপার জনাব মোঃ ইকরামুল হক মজুমদার শুনানীকালে জানান যে, ২১/০১/২০১৩খ্রিঃ তারিখে মোসাঃ শারমীন আক্তার (লাকী) ছাত্রীর যৌন হয়রানির অভিযোগের প্রেক্ষিতে তৎকালিন সভাপতি ২২/০১/২০১৩খ্রিঃ তারিখে নোটিশ প্রদান করে ২২/০১/২০১৩খ্রিঃ তারিখেই সভা আহবান করেন এবং উক্ত সভায় সুপারকে কারণ দর্শানোর সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। তার প্রেক্ষিতে ২৩/০১/২০১৩খ্রিঃ তারিখে সাময়িক বরখাস্তকৃত সুপারকে কারণ দর্শানো হয়। সাময়িক বরখাস্তকৃত সুপার জবাব দাখিল না করায় গ্রামবাসী যৌন হয়রানিসহ বিভিন্ন বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট অভিযোগ করেন। উক্ত অভিযোগ উপজেলা নির্বাহী অফিসার তদন্ত করেন এবং অভিযোগ প্রমানিত হয় মর্মে উল্লেখ করেন। উক্ত তদন্ত এবং পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর (ডি,আই,এ) এর তদন্তের প্রেক্ষিতে ৩১/০১/২০১৩খ্রিঃ তারিখে সুপার জনাব এম, এ ইউসুফ খানকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় এবং ০২/০২/২০১৩খ্রিঃ তারিখে সাময়িক বরখাস্তের পত্র দেয়া হয়।

সাময়িক বরখাস্তকৃত সুপার জনাব এম, এ ইউসুফ খান শুনানীকালে তার লিখিত বক্তব্যে উল্লেখ করনে যে, তাঁর বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগসমূহ মিথ্যা, বানোয়াট, উদ্দেশ্যে প্রণোদিত ও পূর্ব পরিকল্পিত। তিনি আরো জানান যে, ছাত্রীরা তাঁকে বাবার মতো ভালোবাসে তাই এ বিষয়ে যে অভিযোগ আনা হয়েছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

নথিপত্র যাচাই করে দেখা যায় যে, ২২/০১/২০১৩খ্রিঃ তারিখের সভায় উপস্থিতির ৭ জনের স্বাক্ষর আছে, কিন্তু রেজুলেশনের স্বাক্ষরযুক্ত ১ম পাতার ফটোকপি ব্যতিত মূল খাতা ও রেজুলেশনের কারণ দর্শানোর সিদ্ধান্ত শুনানীকালে ভারপ্রাপ্ত সুপার উপস্থাপন করতে পারেননি। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের যে তদন্ত প্রতিবেদন ভারপ্রাপ্ত সুপারের আবেদনের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে তা ১৫/০৩/২০১০খ্রিঃ তারিখে দাখিল করা হয়েছে এবং পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর (ডি,আই,এ) এর তদন্ত প্রতিবেদনটি ২৪/১২/২০০৮খ্রিঃ তারিখে দাখিল করা হয়েছে । সুতরাং পূর্বের তদন্ত প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে ৩১/০১/২০১৩খ্রিঃ তারিখে সুপারকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করার বিষয়টি বোধগম্য হয়নি। তাছাড়া শুনানীকালে ভারপ্রাপ্ত সুপার জনাব এম, এ ইউসুফ খান এর সাময়িক বরখাস্ত ও পরবর্তী তদন্ত কার্যক্রম বিষয়ে যথাযথভাবে মূল কাগজপত্র প্রদর্শন করতে পারেননি। আরো উল্লেখ্য যে, সাময়িক বরখাস্ত কেবল একটি বিষয় নিয়ে হলেও কারণ দর্শানোর সাথে অনেকগুলো বিষয়কে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে, যা তাড়াহুড়া করে করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। ভারপ্রাপ্ত সুপার শিক্ষকদের নিয়ে সুপারের কক্ষের আলমিরার তালা ভাঙ্গেন ১০/০২/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে কিন্তু কোন সরকারি কর্মকর্তার উপস্থিতিতে তালা ভাঙ্গা হয়নি এবং এর আগে সুপারকে চিঠি দেওয়ার প্রমানপত্র পাওয়া যায়নি। সব বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত সুপার কর্তৃক উপস্থাপিত কাগজপত্র এবং বক্তব্য যাচাই করে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে হয়রানি করার বিষয় প্রতীয়মান হয়েছে। সভাপতির স্বাক্ষর জাল, আর্থিক অনিয়ম, সনদ জালিয়াতি প্রভৃতি অভিযোগ বিষয়ে কোন প্রমানপত্র শুনানীকালে ভারপ্রাপ্ত সুপার উপস্থাপন করতে পারেননি। ২২/০১/২০১৩ খ্রিঃ তারিখের নোটিশ দিয়ে ২২/০১/২০১৩খ্রিঃ তারিখে সভা আহবান করা হয়েছে, যা বিধি সম্মত নয়। তাছাড়া ২৩/০১/২০১৩ খ্রিঃ তারিখের নোটিশে তারিখ টেম্পারিং করা হয়েছে লক্ষ্য করা যায়।

বর্ণিত অবস্থায় মাদরাসার সুপার জনাব মোঃ আবু ইউসুফ খান এর বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগসমূহের বিষয়ে বিভাগীয় ব্যবস্থা যথাযথ প্রক্রিয়ায় না হওয়ায় এবং অভিযোগসমূহ প্রমান করতে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁকে মাদরাসা বোর্ডের পত্র প্রাপ্তির পর ০৭ (সাত) কর্ম দিবসের মধ্যে পূণর্বহাল করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। তবে শুনানীকালে সুপার হিসেবে মাদরাসা পরিচালনায় তাঁর (জনাব মোঃ আবু ইউসুফ খান) দক্ষতার অভাব প্রতীয়মান হয়েছে। সে কারণে তাঁকে অধিকতর সর্তকতার সহিত মাদরাসার দায়িত্ব পালনের জন্য অনুরোধ করা হলো।

চেয়ারম্যান মহোদয়ের আদেশক্রমে

০৪-০৮-১৭

প্রফেসর মোঃ মজিবুর রহমান
রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ফোনঃ ৯৬১২৮৫৮

প্রাপকঃ (১) সভাপতি, ম্যানেজিং কমিটি, দাসনাইপাড়া ইসলামিয়া মহিলা দাখিল মাদরাসা, নাঙ্গলকোট, কুমিল্লা।
(২) ভারপ্রাপ্ত সুপার, দাসনাইপাড়া ইসলামিয়া মহিলা দাখিল মাদরাসা, নাঙ্গলকোট, কুমিল্লা।

বামাশিবো/সংস্থাপন/ আপিল নথি নং-১৭/৪১৯/৪ তারিখঃ ০৯ /০৮/২০১৭খ্রিঃ।

অনুলিপিঃ সদয় অবগতির জন্য

১। জেলা প্রশাসক, কুমিল্লা।
২। জেলা শিক্ষা অফিসার, কুমিল্লা।
৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নাঙ্গলকোট, কুমিল্লা।
৪। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, নাঙ্গলকোট, কুমিল্লা।
৫। জনাব মোঃ আবু ইউসুফ খান, সুপার, দাসনাইপাড়া ইসলামিয়া মহিলা দাখিল মাদরাসা, নাঙ্গলকোট, কুমিল্লা।
৬। পি এ টু চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৭। অফিস কপি।

মোঃ মজিবুর রহমান
উপ-রেজিস্ট্রার (প্রশাসন)
বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ফোনঃ ৯৬৭৪৮৭৪

E:\Md.Mamun-Ar-Rashid\DR_Admin\Dasainapara Islamia_Report_Nagolkot_Comilla.Doc